بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সকল বিধান বাতিল করো* অহীর বিধান কায়েম করো

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ।

আল্লাহ (সুব.) মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাহার আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون

'আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত (দাসত্ব) করবে ।' (সুরা জারিয়াত, ৫১:৫৬)

আর আল্লাহর ইবাদত করতে হবে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) বলেন–

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তুমি তার অনুসরণ কর । (সুরা আহযাব, ৩৩:২)

অহীর বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত কোনো আইন বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করার কোনো অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি । কেননা আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

'জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই (সৃষ্টি যার আইন তার) ।' (সুরা আহযাব, ৭:৫৪)

এ কারণেই আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প কোনো আইন তৈরী করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত । আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।' (সুরা শুরা ৪২:২১) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه

'আল্লাহই হুকুম করেন (বিধান দেন), তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই' (সুরা রাদ, ১৩:৪১)

আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের নামই হলো আল কুরআন । এই কুরআনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে । এই কুরআনের মাধ্যমেই সকল প্রকার বিচার ফায়সালা করতে হবে । এটাই কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

'নিশ্চয়, আমি তোমার প্রতি যথাযর্থভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন । আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না ।' সুরা নিসা, ৪ঃ১০৫ ।

এ আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন তাবিজ লিখার জন্য বা মেশ্‌ক-জাফরান দিয়ে লিখে ধুয়ে খাওয়ার জন্য বা কেউ মারা গেলে সামান্য পয়সার বিনিময়ে খতম পড়ানোর জন্য নয় । বরং এটি নাযিল করা হয়েছে মানব জাতির মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য ।

সুতরাং যেসকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বিধান রয়েছে সেসকল বিষয়ে কোনো মানুষের আইন রচনা করা বা মানব রচিত আইনে বিচার ফায়সালা করার অধিকার নেই । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

'আর আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে অমান্য করলো সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে ।' (সুরা আহযাব, ৩৩ঃ৩৬)

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদেরকে মুমিন দাবী করে, আবার তাদের অনেকে হয়তো সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ বিভিন্ন ইবাদতও করে । কিন্তু আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করা পছন্দ করে না । এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে যতই দ্বীনদার, মুমিন, মুসলিম দাবী করুক না কেনো আল্লাহর কাছে তারা মোটেই মুমিন হিসাবে বিবেচিত নয় । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয় ।' (সুরা বাকারা, ২ঃ৮)

এ আয়াতে বলা হয়েছে তারা মুমিন নয় । কিন্তু কেনো মুমিন নয় তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি । কিন্তু পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ (সুব.) বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় । (সুরা নিসাঃ ৪ঃ৬৫)

এ আয়াতে বিশেষভাবে বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে তাকে মুমিন বলা হয়নি । শুধু মেনে নেওয়াই নয়, বরং যদি মনের ভিতরে কোনো প্রকার দ্বিধা-দন্দ্ব ও সংশয় থাকে তাহলেও আল্লাহর কাছে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না । এ কারণেই যারা মানবরচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করে তাদেরকে ত্বা-গুত বলেছেন এবং যারা তাদের কাছে বিচার নিয়ে যায় তাদের চরমভাবে তিরস্কার করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা ত্বা-গুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।' (সুরা নিসা, ৪ঃ৬০)।

এ আয়াতে ত্বা-গুতের আদালতে বিচার প্রার্থীদের ঈমানের দাবীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আর যারা মানব রচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করে তাদেরকে ত্বা-গুত বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে এ ধরনের বিচারকদের কাফির-ফাসিক ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির' (সুরা মায়েদা, ৫ঃ৪৪)। এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে কাফির বলা হয়েছে। অপর আয়াতে জালিম বলা হয়েছে– وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 'আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই জালিম।' (সুরা মায়েদা, ৫ঃ৪৫) পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে ফাসিক বলা হয়েছে– وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।' (সুরা মায়েদা, ৫ঃ৪৭)

কেউ হয়তো বলতে পারে যে, এরা যদিও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন করে না, কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তো তারা অস্বীকার করে না। বরং অনেকে যথেষ্ট আমল করে। এদের ব্যাপারে কুরআনের ফায়সালা কি? এদের ব্যাপারে কুরআনের এ আয়াতটিই যথেষ্ট–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আলাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।' (সুরা বাকারা, ২ঃ৮৫)।

এ জাতিয় লোকেরা নিজেদের মধ্যমপন্থী বলে দাবী করে। অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মানে, আর কিছু ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধান মানে। এরা ইসলাম ও কুফরের মাঝে তৃতীয় একটি রাস্তা তৈরি করতে চায়। আল্লাহ (সুবঃ) এ প্রকার লোকদের সম্পর্কে বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا - أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রাসুলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।' (সুরা নিসা, ৪ঃ১৫০, ১৫১) সুতরাং যারা ধর্মীয় জীবনে মুসলিম দাবী করে আর রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম নিরপেক্ষ বলে দাবী করে অথবা ধর্মকে মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে মানুষের তৈরি করা মনগড়া আইন-বিধান দিয়ে পরিচালনা করার মাধ্যমে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার পক্ষে তাদের প্রকৃত অবস্থা এ আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তারাই প্রকৃত কাফির।

মূলত: এরা ধর্মীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে আলাদা জ্ঞান করে ধর্মীয় জীবনে এক আল্লাহর ইবাদত করে আর রাষ্ট্রীয় জীবনে আরেক আল্লাহর ইবাদত করে। মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা, রমজান মাসে সিয়াম পালন করা, আর মক্কায় গিয়ে হজ্জ করার মাধ্যমে এক আল্লাহর ইবাদত করে। আর ব্যাংকে আদালতে, সংসদে, বঙ্গভবনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আরেক আল্লাহর ইবাদত করে। অথচ আল্লাহ (সুব.) দুই আল্লাহর ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ আর আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।' (সুরা নাহল, ১৬:৫১)

তাই প্রকৃত মুমিন তারাই যারা ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

'বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'। 'তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম'।' (সুরা আনআম, ৬:১৬২-১৬৩) আল্লাহ (সুব.) আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:
মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া
(মাদরাস ও মসজিদ কমপ্লেক্স)
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন
www.jumuarkhutba.wordpress.com
www.furqanmedia.wordpress.com
www.khutbatuljumua.wordpress.com
www.markajululom.com